যুগান্তর

তারিখ ... 14 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

বাকৃবির গবেষণাগারে স্থান সংকট : কার্যক্রম ব্যাহত

বাকৃবি সংবাদদাতা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ভেটেরিনারি অনুষদের গবেষণাগারে ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি রাখার জায়গা নেই। এই অনুষদের প্যাথলজি বিভাগে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অনেক যন্ত্রপাতি থাকলেও সেগুলো স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় গবেষণা কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

জানা যায়, বিভিন্ন রোগ-বালাইয়ের প্রতিষেধক টিকা, আবিষ্কারসহ নানা গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন প্যাথলজি বিভাগের প্রাণী বিজ্ঞানী ও শিক্ষকরা। তাদের আবিষ্কৃত [illegible], যক্ষাসহ বিভিন্ন রোগ শনাক্তকরণের কলাকৌশল, প্রতিষেধক টিকা, ডিএনএ ভ্যাক্সিন গবেষণা, বিভিন্ন কৃমির জিনতত্ত্ব আবিষ্কার শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও সমাদৃত হয়েছে। প্যাথলজি বিভাগের গবেষণাগারে ১২ জন পিএইচডি, ২০ জন মাস্টার্সসহ প্রতিদিন গড়ে ৭২ শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। দেশের মানুষের প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে গবেষণা অপরিহার্য। তবে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে গবেষণা সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। ওই বিভাগের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলেও সেগুলো রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা নেই। গবেষণাগারে গিয়ে দেখা যায়, একসঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি গাদাগাদি করে রাখা। যেসব যন্ত্র রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলো শিক্ষকদের কক্ষে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এ ছাড়া পাশাপাশি অবস্থানরত যন্ত্রপাতি একে অপরকে প্রভাবিত করায় গবেষণায় মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান যন্ত্রপাতি

গবেষণাগারে রিয়াল টাইম পিসিআর, ল্যাম্প, পিসিআর, কনভেনশনাল পিসিআর, বায়োসেফটি কেবিনেট, ইলেকট্রোফোরেস ' অ্যাপারেটাস, ইলিসা রিডার, পিএইচ মিটার, টিস্যু কালচার সিস্টেম, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইনকিউবেটরসহ প্রায় ৪-৫ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আছে বলে জানান, ওই বিভাগের অধ্যাপক এমদাদুল হক চৌধুরী। সেগুলো সঠিকভাবে রাখা না গেলে নষ্ট হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্যাথলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবু হাদী নূর আলী খান বলেন, স্থান সংকটের কারণে গবেষণায় সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অনেক কষ্টে গবেষণাগারে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখায় বারবার তাগাদা দিয়েও কোন ফল পাইনি।